139988 - সজেদা অবস্থায় যে ব্যক্তি ভূমি থকেে হাত তুলে চামড়া চুলকালো তার নামায কি বাতলি?

প্রশ্ন

যদি কউে সজেদাকালে তার হাত কংিবা পা উপরে তুলে ফলেে; পরে ভূমতিে রাখে ও সজেদা সম্পন্ন করে এতে করে তার নামায কি বাতলি হয়ে যাব? উদাহরণতঃ এক লোকরে সজেদা অবস্থায় চামড়া চুলকানোর প্রয়োজন হল বধিায় সে একহাত উপরে তুলছে। এতে করে তার নামায কি বাতলি? যদি এ কাজটি সে ভুলে গয়িে করে তাহলওে কি তার নামায বাতলি হয়ে যাবে এবং পুনরায় আদায় করা আবশ্যক হব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সাতটি অঙ্গরে উপর সজেদা করা আবশ্যক। যে অঙ্গগুলোর উপর সজেদা করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদশে দয়িছেনে। সহহি বুখারী (৮১২) ও সহহি মুসলমি (৪৯০)-এ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি বলনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "আমাকে শরীররে সাতটি হাড়রে উপর সজেদা করার আদশে দয়ো হয়ছে: কপালরে উপর, তনিি হাত দয়িে নাকরে দকিে ইশারা করনে, দুই হাত, দুই হাঁটু ও পায়রে পাতার অগ্রভাগরে উপর"।

ইমাম নববী (রহঃ) সহহি মুসলমিরে ব্যাখ্যায় (৪/২০৮) বলনে: "যদি এগুলোর মধ্য থকেে কোন একটি অঙ্গ দয়িে সজেদা না করে তাহলে তার নামায সহহি হবে না।"[সমাপ্ত]

জমহুর (অধকিাংশ) আলমে (এদরে মধ্যে ইমাম মালকে, শাফয়েি ও আহমাদ রয়ছেনে) এ হাদসি দয়িে দললি দনে যে, যদি এ সমস্ত অঙ্গগুলোর উপর সজেদা করা না হয় তাহলে সজেদা সহহি হবে না। তাই কউে যদি ছয়টি অঙ্গরে উপর সজেদা করে তার সজেদা সহহি হবে না।

ইবনে রজব হাম্বলি "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে বলনে: "এ অভমিতরে পক্ষে প্রমাণ বহন করে এ সহহি হাদসিগুলো; যগেুলো এ সমস্ত অঙ্গগুলোর উপর সজেদা দয়োর নর্িদশে বহন কর। নর্িদশে দয়ো হয় আবশ্যকতা বুঝানোর জন্য।"[সমাপ্ত][ইবনে রজব রচতি 'ফাতহুল বারী' (৫/১১৪-১১৫)]

অতএব, যে ব্যক্তি সজেদাকালীন সম্পূর্ণ সময় সজেদার কোন একটি অঙ্গ ভূমি থকেে উপরে তুলে রাখে এবং ঐ অঙ্গরে উপর সজেদা না করে তার নামায শুদ্ধ নয়। আর যদি সামান্য সময়রে জন্য উপরে তোলে তাহলে ইনশা আল্লাহ তার নামায

সহহি।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: এক লোক সজেদাকালে সজেদার কোন একটি অঙ্গ উপরে তুলে রখেছে তার নামায কি বাতলি?

জবাবে তনিি বলনে: "যে অভমিতটি অগ্রগণ্য প্রতীয়মান হয় সটো হল: যদি সজেদার পুরো সময়টা উপরে তুলে রাখে অর্থাৎ যতক্ষণ সজেদাতে ছলি ততক্ষণই উপরে তুলে রখেছে তাহলে তার সজেদা বাতলি। যদি তার সজেদা বাতলি হয় তাহলে তার নামাযও বাতলি। আর যদি স্বল্প সময়রে জন্য তুলে রাখে যমেন: অন্য কোন পা চুলকানোর জন্য; এরপর সস্থানে ফরিয়িে নয়ে তাহলে আশা করি এতে কোন অসুবধিা নাই।"[সমাপ্ত][লকিাআতুল বাবলি মাফতুহ]

তনিি আরও বলনে:

"এ সাতটি অঙ্গরে উপর সজেদার সম্পূর্ণ সময় সজেদা করা ওয়াজবি। অর্থাৎ সজেদাকালে এ অঙ্গগুলোর কোন একটি অঙ্গ উপরে উঠানো জায়যে নয়; হাত নয়, পা নয়, নাক নয়, কপাল নয়, এ অঙ্গগুলোর কোনটইি নয়। যদি কউে উপরে উঠায়: তাহলে সে যদি সজেদার পুরা সময়টা উপরে তুলে রাখে তাহলে নঃিসন্দহেে তার সজেদা সহহি নয়। কনেনা সে ব্যক্তি যে অঙ্গগুলোর উপর সজেদা করা ওয়াজবি সে অঙ্গগুলোর মধ্যে একটি অঙ্গরে ঘাটতি করছে। আর যদি সজেদার মাঝখানে উপরে উঠায়; উদাহরণতঃ এক লোকরে পা চুলকাচ্ছ; ধরে নইি সে ব্যক্তি এক পা দয়িে অপর পা চুলকালো; তাহলে এ ব্যাপারে ইজতহিাদরে অবকাশ আছ। কউে বলতে পারনে: তার নামায সহহি নয়। যহেতেু সে সজেদার কছিু অংশে এ রুকনটি পালন করনে।ি আবার কউে বলতে পারনে: তার সজেদা আদায় হয়ে গছে। যহেতেু ধর্তব্য হচ্ছে বশেরিভাগ অংশ। যদি সজেদার বশেরি অংশে সে ব্যক্তি সাতটি অঙ্গরে উপর সজেদা করে থাকে তাহলে সজেদা আদায় হয়ে গছে।

এই আলোচনার প্রক্ষেতিে সর্তকতা হল: সজেদার কোন অঙ্গ উপরে না তুলে ধর্যৈ রাখা। এমনকি তার যদি হাত চুলকায়, রানে চুলকায়, পায়ে চুলকায় তাহলে সে ব্যক্তি সজেদা থকেে দাঁড়ানো পর্যন্ত ধর্যৈ রাখব।ে"[সমাপ্ত][আল-শারহুল মুমতি (৩/৩৭)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।